সংবাদ

তারিখ ... 06 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

কুড়িগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে

আনিছুর রহমান মিয়াজী

উত্তর জনপদের অনুন্নত কুড়িগ্রাম জেলার ৩টি সরকারি কলেজের দুরবস্থা চরমে। শিক্ষক সংকটসহ নানাবিধ সমস্যা এ কলেজ ৩টিতে বিরাজ করলেও সমাধানের কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ফলে অবহেলিত জেলার এ ৩টি সরকারি কলেজ অবহেলিত অবস্থায় দিনকাল যাপন করছেন। এ ৩টি সরকারি কলেজের মধ্যে জেলার বৃহৎ বিদ্যাপীঠ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে শিক্ষার মানের দিক দিয়ে যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক সংকট, শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা, লাইব্রেরি সমস্যা, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যায় বিরাজিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন থেকে সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সমস্যাগুলো সমাধান করা হলে কলেজটি শুধু কুড়িগ্রাম নয় পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের কলেজগুলোর মধ্যে উন্নত কলেজ হিসেবে পরিণত হবে বলে শিক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। জানা গেছে, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও ব্যবসায়ীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬১ সালে ২২ একর জমির ওপর এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শক্তিশালী পরিচালনা কমিটি আর অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় কলেজটির সুনাম অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠার ১৯ বছর পর ১৯৮০ সালে এ কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তী ১৯৯৭ সালে ৫টি বিষয় অনার্স কোর্স খোলার মধ্য দিয়ে কলেজটিতে অনার্স কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। ধাপে ধাপে বিষয় বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৪টি বিষয় অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এ কলেজে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বর্তমানে ৭ হাজারের উপরে। এ কলেজে ৬৪ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও ২৯টি পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। তার ওপর অনার্স কলেজ হিসাবে ৯৮ জন শিক্ষক কর্মচারীর পদও খালি রয়েছে। শিক্ষক শূন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে, বাংলায় ১ জন সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ২ জন, ইংরেজিতে ১ জন সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ২ জন,অর্থনীতিতে সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ২ জন, ইসলামের ইতিহাসে প্রভাষক ১ জন, গণিতে সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ২ জন, রসায়নে অধ্যাপক নেই, দর্শনে ২ জন সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ৩ জন, প্রাণী বিদ্যায় সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রভাষক ২ জন, হিসাব বিজ্ঞানে ১ জন অধ্যাপক ও ২ প্রভাষক, ব্যবস্থাপনায় ১ জন অধ্যাপক, ২ জন প্রভাষক, প্রদর্শনে ৪টি পদই শূন্য, এছাড়া ১ জন শরীরচর্চা শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে স্বল্প বেতনে মাস্টার রোলে কাজ করছে প্রায় ১৮ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। জ্ঞানচর্চায় লাইব্রেরির জন্য নেই কোন আলাদা ভবন, রয়েছে বই সংকট। শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯৯৫ সালে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ৫০ সিটের ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হলেও নানা অব্যবস্থাপনার কারণে ধীরে ধীরে এটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ২০০৪ সালে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১শ সিটের একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শিক্ষকদের আবাসন সংকট থাকলেও এ ব্যাপারে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ। গুটিকয়েক শিক্ষক যে কোয়ার্টারগুলো ব্যবহার করে তা বসবাসের উপযোগী নয়। শ্রেণীকক্ষের প্রকট আকার ধারণ করেছে, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে পাঠদান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এতে ক্লাস শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এসব সংকট ও কষ্টকর অবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের আন্তরিকতায় ও অধ্যক্ষের দক্ষ পরিচালনায় প্রতিবছরই অনার্সের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে জানা যায়। এমনকি মেধা তালিকায়ও স্থান পাচ্ছে এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজের অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। এর মধ্যে একটি বৃহৎ শহীদ মিনার নির্মাণ, সুদৃশ্য বাগান তৈরি, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পুকুর পাড়ের উন্নয়ন, রাস্তা তৈরিসহ বিভিন্ন বিভাগের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জেলাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতায় কমপক্ষে একটি ত্রিতল ভবন নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজেরও একই অবস্থা বিরাজ করছে। এ কলেজে শিক্ষক সংকটসহ নানাবিধ সমস্যা রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু সমাধানের কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। অপরদিকে জেলার উলিপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজটি দীর্ঘদিন থেকে অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় পূর্বের লেখাপড়ার সুনাম ও খ্যাতি দুয়েই হারিয়ে ফেলেছে। জাতীয়করণের পর থেকে এ কলেজের শিক্ষককে একের পর এক অন্যত্র সরিয়ে নেয়ায় আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। সরকারি ডিগ্রি এ কলেজটি শুধু অতীত স্মৃতি নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে উপজেলা সদরের মধ্যস্থলে। ষাটের দশকে কুড়িগ্রাম জেলার দক্ষিণের ৪টি উপজেলার একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উলিপুর ডিগ্রি কলেজই একমাত্র ভরসা ছিল। সেই কলেজটি সরকারিকরণের পর আরও উন্নত হওয়ার কথা থাকলেও ঘটেছে বিপরীত। কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় দিন দিন কলেজের দুরবস্থা বেড়েই চলছে। সূত্র মতে জানা গেছে এই অবহেলিত এলাকার জনগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে উলিপুর বিডি কলেজ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে লেখাপড়া সুনামের সাথে চলে আসার দীর্ঘ ২৩ বছর পর ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ এ কলেজটিকে জাতীয়করণ করেন। এর পর থেকে সরকারিভাবে এ কলেজের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার কথা থাকলেও তা প্রদান না করে এ কলেজের শিক্ষকদের একের পর এক অন্যত্র বদলি করেন। পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক অন্য শিক্ষক দেয়ার কথা থাকলেও তা না দিয়ে কলেজে প্রায় শিক্ষক শূন্য করেন। যদিও কোন সময় এ কলেজে শিক্ষক পদায়ন করেন তা আবার স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। এভাবে সমস্যা আবর্তে দাঁড়িয়ে আছে শুধু জাতীয়করণ নাম নিয়ে। এ সরকারি ডিগ্রি কলেজে যেসব সমস্যা বিরাজ করছে তার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক ভবনের অভাব, স্টাফ কোয়ার্টার, ছাত্রাবাস ও বাউন্ডারি ওয়াল। প্রশাসনিক ভবন না থাকায় অফিসের কাজকর্ম কলা ভবনেই কোন রকমেই করতে হচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টার না থাকায় শিক্ষকগণ বদলি হয়ে এসেও ঠাঁই না পাওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হন। ছাত্রছাত্রীদের কোন ছাত্রাবাস না থাকায় দূরের শিক্ষার্থীরা এ কলেজে লেখাপড়া করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে না। তারা সুযোগ-সুবিধা মতো অন্য কলেজে লেখাপড়া করছে। এ কলেজে ২৬টি শিক্ষকের পদ থাকলেও এখানে আছে মাত্র ১২ জন শিক্ষক। এ পদগুলো পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। এ কলেজে যেসব পদ শূন্য রয়েছে তার মধ্যে দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা। এছাড়া দীর্ঘদিন থেকে প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার পদ শূন্য রয়েছে। এ দুটি পদ শূন্য থাকায় নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিককে দিয়ে অফিস কার্য চালানো হচ্ছে। আগামী জুলাই মাসে অবসরে গেলে এ পদ শূন্য হবে। অফিস সহকারী কর্মচারীদের মধ্যে লাইব্রেরিয়ান, শরীরচর্চা, শরীরচর্চা সহকারী হিসাবরক্ষক ও ৩ জন প্রদর্শক পদে কোন কর্মচারী নাই, ৮ জন পিয়নের পদও শূন্য রয়েছে। যেসব পদে শিক্ষক নেই সেগুলো হচ্ছে উপাধ্যক্ষ ১ জন বাংলা বিষয় প্রভাষক ১ জন, ইসলামের ইতিহাসে সহকারী অধ্যাপক ১ জন প্রভাষক ২ জন, অর্থনীতি বিষয় প্রভাষক ১ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভাষক ১ জন, জীব বিজ্ঞানে প্রভাষক ১ জন, দর্শনে প্রভাষক ১ জন, রসায়নে প্রভাষক ১ জন, গণিতে প্রভাষক ১ জন রয়েছে। এছাড়া একাদশ শ্রেণীতে ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৃষি বিষয় এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। ফলে বর্তমান শিক্ষার্থীরা উল্লেখিত বিষয় লেখাপড়া করতে আগ্রহী হলেও এ কলেজে তা চালু করা হচ্ছে না। ডিগ্রি পর্যায়ে দর্শন, বিকম শ্রেণীর ইসলামিক স্টাডিক, প্রাণী বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয় আজও অন্তরায় রয়েছে। কলেজের বিজ্ঞান ভবনের তৃতীয় তলা ও কলা ভবনের দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলা নির্মাণ কাজ না করায় শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ দুটি ভবনের বাকি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা দরকার। সরকারি পর্যায়ে ডিগ্রি কলেজ হলেও এ পর্যন্ত লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীরা কলেজ লাইব্রেরির বই পড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অধ্যক্ষ প্রফেসর বদিউজ্জামান সরকার কলেজের এসব সমস্যার কথা জানিয়ে এ সাংবাদিককে বলেন গত জুন মাসে এ কলেজ থেকে ৫ জন শিক্ষককে বদলি করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হলেও পরিবর্তে এখানে কোন শিক্ষক না দেয়া অনেক বিষয় শিক্ষক পদ শূন্য থাকায় পাঠদানে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আর জানান অনার্স কোর্চ চালু করণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলেন আগে পদ সৃষ্টি করেন, অপরদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন আগে অনার্স কোর্চ চালু করেন, তারপর পদ সৃষ্টির অনুমতি দেয়া হবে। এদিকে কুড়িগ্রাম জেলাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ঘোষণা কুড়িগ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। অবহেলিত কুড়িগ্রাম জেলার মানুষের শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার আন্তরিক বলেই গত বছরের ১৫ অক্টোবর কুড়িগ্রাম কলেজ মাঠে এক জনসভায় এ ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণার আলো কতদিন পর উদিত হবে সে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন কুড়িগ্রাম জেলার মানুষ। সেই সাথে সরকারি এ ৩টি কলেজের শিক্ষক সংকট আশু নিরসনসহ সকল সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে অবহেলিত এ অঞ্চলের আগামী প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করবেন এ প্রত্যাশা জেলাবাসীর।

[লেখক : সাংবাদিক]